দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

চাঁদাবাজি ছিনতাই ভাংচুর

বাকৃবি'র শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার, ৬ জনকে কারণ দর্শাও নোটিস

■ বাকৃবি সংবাদদাতা

চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ভাংচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রবিবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ২ শিক্ষার্থীকে ছয় মাসের জন্য (১ সেমিস্টার) বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত এই দুই শিক্ষার্থীসহ একই ঘটনায় আরো ৪ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছে।

বাকৃবির বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক বহিরাগত যুবকের নিকট চাঁদা দাবি ও মোবাইল ছিনতাই এবং প্রক্টর ও ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয় ভাংচুরে জড়িত অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অনার্স শেষবর্ষের ২ শিক্ষার্থী অনিক রহমান ও রাজিদার রহমানকে ছয় মাসের জন্য (১ সেমিস্টার) সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই ঘটনায় বহিষ্কার হওয়া এই ২ শিক্ষার্থীসহ মোট ৬ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছে। নোটিসপ্রাপ্ত বাকি ৪ শিক্ষার্থী হচ্ছে: মাৎস্যবিজ্ঞান মাস্টার্সের শিক্ষার্থী নয়ন হাওলাদার, একই অনুষদের অনার্স শেষবর্ষের জাকারিয়া আলম ও তৌহিদুর রহমান এবং কৃষি প্রকৌশল অনুষদের শেষবর্ষের স্বরজিত। আগামী ৩ দিনের মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের সভাপতিত্বে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বহিষ্কৃতরা কিছুদিন পূর্বে বোটানিক্যাল গার্ডেনে আগত এক যুবকের নিকট চাঁদা দাবি ও ছিনতাই করেছে বলে বৈঠকে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া ওই ঘটনার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে বহিরাগতরা ছুরিকাহত করে। এর প্রতিবাদে ওইসব শিক্ষার্থী ওই রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়।

বহিষ্কার হওয়া ২ শিক্ষার্থী দাবি করেন: চাঁদাবাজি নয়, বহিরাগত এক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগানে বান্ধবীর সাথে অশ্লীল আচরণ করলে আমরা তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কে বা কারা ভাংচুর করেছে তা আমরা জানি না। প্রক্টর অধ্যাপক ড. এমএ সালাম বলেন, ঘটনায় জড়িতদের আগামী ৩ দিনের মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতেই এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।